# বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২

# বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ)

# “বার্ষিক প্রতিবেদন”

# ২০২২


প্রস্তুতকারী ঃ এস এম ফারুক হোসেন, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)।

অবদানকারীগন ঃ প্রধান কার্যলয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

সম্পাদনা ঃ মোঃ গোলাম এহিয়া (নির্বাহী পরিচালক)



প্রকশনায় ঃ বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন।
গ্রাম+পোঃ রাজঘাট, থানা-অভয়নগর, জেলাঃ-যশোর, বাংলাদেশ।
ফোন নং-০১৭১১৮৩৮০৭১,
টেলিফোন নং-০২-৪৭৭৭৭০০৭১,
ই-মেইল নং bkfmfi@gmail.com

# সূচিপত্র-


| সূচিপত্র | পৃঃ |
|---|---|
| চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী | ৪ |
| নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বাণী | ৫ |
| সংস্থার পরিচিতি | ৬ |
| পরিচালন : সাধারণ পর্ষদঃ | ৭ |
| সাধারন পর্ষদের সম্মানীত সদস্যবৃন্দের তালিকা | ৮-৯ |
| পরিচালন : নির্বাহী পর্ষদঃ | ১০ |
| নির্বাহী পর্ষদের সম্মানীত সদস্যবৃন্দের তালিকা | ১১ |
| সংস্থার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান বিভাগ সমূহ | ১২ |
| তহবিল ব্যবস্থাপনা ও সংস্থার চলমান কর্মসূচি সমূহ : | ১৩ |
| সংস্থার কর্ম এলাকা ও সার্বিক তথ্য | ১৪ |
| প্রতিবন্ধী পূর্ণবাসন প্রকল্প | ১৫-১৬ |
| সমৃদ্ধি কর্মসূচি | ১৭-১৯ |
| শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম | ২০-২৩ |
| প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্মসূচিঃ | ২৪ |
| মুজিববর্ষ উদযাপন : যুব প্রতিযোগীদের নিয়ে লিখনঃ | ২৫ |

## চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

**১৯৯৭** সাল হতে বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অত্র আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবর্তন এর পাশাপাশি সফলতার কিছু অংশ নিয়ে প্রকাশনাটি প্রকাশিত হল।

বিকেএফ- সাম্প্রতিক সময়ে শাখা সমূহের উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের দারিদ্রতা নির্মূলে পরিবারভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন, ঋণের সঠিক ব্যবহার এবং পরিবর্ধন সম্পদ এবং মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে আসছে। আমাদের লক্ষ্য দরিদ্রদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করা এবং জীবনধারা তাদের সক্ষম করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সহ বিস্তৃত সুবিধা প্রদান করে থাকে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর উপর কোভিড কালীন বিধিনিষেধের প্রভাব ছিল ক্ষতিকর। যা বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে অর্থনৈতির নাজুক অবস্থা পূনরজ্জীবিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনও কোভিড-১৯ মহামারির বাইরে নয়। কোভিড-১৯ দেশের সামগ্রীক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনও। তথাপিও বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনের এর সকল পর্যায়ের সদস্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়নি। যেখানে দেশের অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিকেএফ সকল দিক থেকে সফল বলে আমরা মনে করি। বিকেএফ এর একঝাঁক তরুন ও মেধাবী কর্মী বাহিনী নিয়ে এই চরম দুর্যোগের মধ্যেও আমরা সফলতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় নানাবিধ বাধা বিপত্তি পেরিয়ে চলমান মহামারীকে জয় করার অঙ্গিকার নিয়ে চলমান রয়েছে বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম।

আশা করি বিকেএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মীদের তাদের অক্লান্ত তৎপরতার মাধ্যমে আমরা আবারও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে কাজ করে যাবো। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহামারি ও বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক দৈন্যতা কাটিয়ে পৃথিবী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক, এ কামনা করছি।

সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন
চেয়ারম্যান
বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন

## নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বাণী

পরম করুনাময় আল্লাহর রহমতে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন জুন'২০২২ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার বাস্তবায়িত সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির অর্জিত সফলতা ও দরিদ্র পরিবার সমূহে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবর্তন নিয়ে মূলত প্রকাশনাটি প্রকাশিত হল।

বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও পিকেএসএফ একসাথে দীর্ঘ ৩০ বৎসরের পথচলা।

প্রত্যেক ব্যক্তি চায় তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা, তাই কর্মসূচিটি লক্ষ্যিত দরিদ্র পরিবার সমূহে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নে সম্পদের সর্ব্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। বিভিন্ন আইজিএ প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কমিউনিটির উন্নয়নে কর্মসূচি সংস্থার অন্যতম কাজ।

দরিদ্র পরিবারসমূহকে দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বের করে নিয়ে আসতে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি সমৃদ্ধি মত সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি একটি সময় উপযোগী উদ্যোগ। টেকসহি দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র পরিবার সমূহ সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যক্রম কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে। তার মধ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে সহায়তা, উদ্যোমী সদস্যদের পূর্ণবাসন এবং মৃতের সৎকাজে আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিকে অন্য মাত্রায় আসিন করেছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন থেকে কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় ও ইউনিয়নের সকল শ্রেণীর জনগনকে সম্পৃক্ত করতে পারায় এ সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ বহু মাত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। একবার প্রয়োগের কৌশল শিখিয়ে দিলেই অভাবনীয় ফলাফল অর্জন সম্ভব। সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তা প্রমান হয়েছে। সংস্থার ঋণ কার্যক্রম সহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করায় সংস্থার নীতি নির্ধারণী টীমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাদের সঠিক ও সুচিন্তিত দিক নির্দেশনায় নানা কর্মসূচি সংস্থায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। আশা করি এই কর্মসূচি লক্ষ্যিত দরিদ্র পরিবার গুলোকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক মর্যাদায় সমৃদ্ধি করে তুলবে।

মোঃ গোলাম এহিয়া
নির্বাহী পরিচালক
বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন

# সংস্থার পরিচিতি

## পরিচিতিঃ

*নিজ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে স্বমনীত স্বিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে,দেশের জন্য কিছু একটা করা প্রয়োজন। সেই লক্ষে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের যশোর জেলার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল অভয়নগর উপজেলার রাজঘাট গ্রামে ১৯৯২ সালের ২২ শে মে "বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম এহিয়া সহ ১৩ জন বন্ধুর সমন্বয়ে অক্লান্ত নিষ্ঠা,শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টির লক্ষে ১০ টাকার সঞ্চয় দিয়ে শুরু করে অভাবমুক্ত জীবন গড়ার পথযাত্রা-যে যাত্রার পরিনতি "বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন" ।গভীর মমত্ব আর নিবীড় ভালবাসায় হাঁটি হাঁটি পা পা করে সংস্থাটি আজ পূর্ণ যৌবনে পদার্পন করেছে।আজকের এই অর্জন ও তার স্বীকৃতি মেটেই সহজ ছিল না।নানাবিধ বাধা-বিপত্তি অ-সহিষ্ণুতাকে জয় করেই আজকের এই অবস্থান। ১৯৯৮ সালে পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক  সহযোগিতায় গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি শুরু করে।তখন থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।*

***স্বপ্ন:***

*পিছিয়ে পড়া অবহেলিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক মর্যাদা ও সমঅধিকার আদায়ে উপযোগী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।*

***মিশন:***

*পিছিয়ে থাকা বৃহত্তর জন সম্পদকে জন শক্তিতে পরিনত করে সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় পূর্ণ অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।*

***কৌশল:***

*দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে অংশগ্রহন মূলক (পিআরএ) পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা নিরুপন করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরাসরি সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ি করে গড়ে তুলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠ পরিকল্পনা প্রনয়নে উপযোগী করে গড়ে তুলতে অর্থনৈতিক সহযোগীতা করা।*

**ফাউন্ডেশনে নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যঃ**

| ক্রনং | নিবন্ধন | নিবন্ধন নং | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | সমাজ সেবা অধিদপ্তর | যশোর-৪৪০/৯৬ | ১৭/০৭/১৯৯৬ খ্রি: |
| ০২ | এম,আর,এ | ০১৪৯০-০০৩৩০-০০৩০৫ | ২০/০৭/২০০৮ খ্রি: |

## পরিচালন : সাধারণ পর্ষদ :

বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ) এর সাধারণ পর্ষদ বিকেএফ এর নীতিমালা সর্ম্পকীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দিয়ে দারিদ্র বিমোচনে বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবে রুপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পর্ষদ ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ প্রদান করে থাকে। পর্ষদের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে বিকেএফ এর বাৎসরিক বাজেট এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুমোদন।

সাধারণ পর্ষদের সভা বাৎসরিক ০১ বার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে বিশেষ প্রয়োজনবোধে এ সভা বছরে ০২/০৩ টি ও হয়ে থাকে। সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা চেয়ারম্যান সহ ২৪ জন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবি, শ্রমজীবি , কৃষক, শিক্ষক/শিক্ষিকা , গৃহিণী, সমাজসেবী এমন সব ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এই পর্ষদ গঠিত।

# সাধারন পর্ষদের সম্মানীত সদস্যবৃন্দের তালিকা

| ক্র: নং | নাম<br>পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | মোঃ গোলাম রিকিয়া<br>পিতা: মৃত: আব্দুল হালিম | বাসা / হোল্ডিং: ২৩৫, গ্রাম / রাস্তা : রাজঘাট, রাজঘাট, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর। | বি,এ | চাকুরী |
| ২. | এস,এম,রফিকুল আলম<br>পিতা: মৃত: আঃ জব্বার সরদার | বাসা / হোল্ডিং: ৫৯৬, গ্রাম / রাস্তা : রাজঘাট, রাজঘাট, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | এইচ এস সি | চাকুরী |
| ৩. | সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন<br>পিতা: মৃত: সৈয়দ ইউনুছ মিয়া | বাসা/ হোল্ডিং :১৫০৬, গ্রাম / রাস্তা : জেজেআই(রাজঘাট), ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | এসএসসি | চাকুরী |
| ৪. | অলোক চন্দ্র সরকার<br>পিতা: কৃষ্ণ ভূষন সরকার | রাস্তা নং/নাম:যুগ্নিপাশা, ডাকঘর: রাজঘাট, ফুলতলা, খুলনা | ২য় শ্রেনী | ব্যবসা |
| ৫. | মো: মোয়াজ্জেম হোসেন<br>পিতা: মৃত: ইয়াকুব হোসেন | বাসা/হোল্ডি ং : ৩৬৯, গ্রাম: জাফরপুর,রাজঘাট: ৭৪৬১, অভয়নগর, যশোর। | এস এস সি | চাকুরী |
| ৬. | মোঃ সাহেব আলী<br>পিতা: মৃত: ইব্রাহিম মোল্যা | বাসা হোল্ডি নং : ১৭৫, গ্রাম+রাস্তা: জাফরপুর, রাজঘাট: ৭৪৬১, অভয়নগর, যশোর | অষ্টম শ্রেণী | চাকুরী |
| ৭. | মো: ইসমাইল হোসেন<br>মৃত: মো: ইব্রাহিম হোসেন | বাড়ি নং : সামাজিক বন বিদ্যালয়, ডাকঘর: সপুরা: ৬২০৩,শাহ মখদুম. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী। | বি.এ | চাকুরী |
| ৮. | মোঃ শামছুল ইসলাম মোল্লা<br>পিতা: মৃত লিয়াকত হোসেন মোল্লা | বাসা/হোল্ডিং:১৫৯, গ্রাম: জাফরপুর,রাজঘাট-৭৪৬১,নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর। | এস এস সি | ব্যবসা |
| ৯. | খালেদা হাসিন<br>স্বামী : মোঃ গোলাম এহিয়া | বাড়ি নং : সি-৪/৩, গোয়ালপাড়া, রোড নং : ১৭২, ডাকঘর: জিপিও-৯০০০, খালিশপুর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা | এস এস সি | গৃহিনী |
| ১০. | রেহেনা আক্তার রানু<br>স্বামী : মোঃ শফিউল্লা মোল্যা | বাসা / হোল্ডিং: ৮৬, গ্রাম / রাস্তা : জাফরপুর, জাফরপুর, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর। | এস এস সি | গৃহিনী |
| ১১. | মোছা: ফরিদা পারভীন<br>স্বামী : মো: আব্দুল জলিল | বাসা / হোল্ডিং: ২০৫, গ্রাম / রাস্তা : জাফরপুর , রাজঘাট, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | দশম শ্রেণী | গৃহিনী |
| ১২. | রোকসানা পারভীন<br>স্বামী : মোঃ আশরাফ হোসেন | বাসা :৬৮ হোল্ডিং: ৭০, গ্রাম / রাস্তা : রাজঘাট, রাজঘাট মহাসড়ক, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর। | অষ্টম শ্রেণী | গৃহিনী |

| ক্র: নং | নাম<br>পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা |
|---|---|---|---|---|
| ১৩. | নুর জাহান বেগম<br>স্বামী : মো: আবু তাহের সরকার | বাবুতাপাড়া, (দিঘিরপাড় সরকার বাড়ি), ওয়ার্ড: ০৬ (বাবুতাপাড়া ইউনিয়ন) পোষ্ট: ইলিয়তগঞ্জ, থানা: মুরাদনগর, জেলা: কুমিল্লা। | দশম শ্রেণী | গৃহিনী |
| ১৪. | ফাতেমা খাতুন<br>স্বামী : এস,এম,ফারুক হোসেন | বাসা / হোল্ডিং: ৩৭১, গ্রাম / রাস্তা : জাফরপুর , রাজঘাট, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | এস এস সি | গৃহিনী |
| ১৫. | জাহানারা খাতুন<br>স্বামী : মোঃ বশির আহমেদ | বাড়ি নং ৪৪/৬২ ছোট বয়রা, ইসলামিয়া কলেজ রোড, ডাকঘর : জিপিও:৯০০০, সোনাডাঙ্গা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা | দশম শ্রেণী | গৃহিনী |
| ১৬. | আসমা খাতুন<br>স্বামী : মোঃ গোলাম রিকিয়া | বাসা : ২৩৫, গ্রাম / রাস্তা : রাজঘাট, সাহেবপাড়া, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | এইচ এস সি | গৃহিনী |
| ১৭. | সেলিনা ইসলাম<br>স্বামী : মোঃ জাহিদুল ইসলাম | গ্রাম: জাফরপুর, পোষ্ট: রাজঘাট, ওয়ার্ড : ০৮ নং, হোল্ডিং : ৭১/১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, থানা: অভয়নগর, যশোর | পঞ্চম শ্রেণী | গৃহিনী |
| ১৮. | শাহিদা আক্তার<br>স্বামী : এস,এম,রফিকুল আলম | বাসা / হোল্ডিং: ৫৯৬, গ্রাম / রাস্তা : রাজঘাট, রাজঘাট, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | বি,এ | গৃহিনী |
| ১৯. | শাহানাজ পারভীন<br>স্বামী : মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান | গ্রাম/রাস্তা: চাচড়া ডাল মিলের পশ্চিম অংশ, ডাকঘর: চাচড়া-৭৪০২, যশোর সদর, যশোর পৌরসভা, যশোর। | বি,এ | গৃহিনী |
| ২০. | কামরুন্নাহার<br>স্বামী : সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন | বাসা/ হোল্ডিং :১৫০৬, গ্রাম / রাস্তা : জেজেআই(রাজঘাট), ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | বি,এ | শিক্ষকতা |
| ২১. | মাকছুদা বেগম<br>স্বামী : মোঃ শহিদুল ইসলাম | বাসা/হোল্ডিং: ০৫, গ্রাম: রাজঘাট-৮৮, ডাক: রাজঘাট: ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর। | দশম শ্রেণী | গৃহিনী |
| ২২. | মোছাঃ সুরাইয়া বেগম<br>স্বামী : মোয়াজ্জেম হোসেন | বাসা/হোল্ডি: ১৭০, গ্রাম: জাফরপুর, ডাক: রাজঘাট: ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর। | দশম শ্রেণী | গৃহিনী |
| ২৩. | রহিমা খাতুন<br>স্বামী : মুনশী আঃ রশিদ | বাসা: ১৩৬, গ্রাম / রাস্তা : জাফরপুর, রাজঘাট, ডাকঘর : রাজঘাট - ৭৪৬১, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর | এস এস সি | গৃহিনী |
| ২৪. | মো: ওয়াহিদুজ্জামান<br>পিতা: মো: আব্দুর রাজ্জাক | গ্রাম/রাস্তা: চাচড়া ডাল মিলের পশ্চিম অংশ, ডাকঘর: চাচড়া-৭৪০২, যশোর সদর, যশোর পৌরসভা, যশোর। | এম কম | ব্যবসা |

## নির্বাহী পর্ষদঃ

বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ) এর সাধারণ পর্ষদের তত্তাবোধনে নির্বাহী পর্ষদের দায়িত্ব ফাউন্ডেশনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা প্রদান ও কর্মপরিধি নির্ধারণ। বিভিন্ন দাতা সংস্থা যেমনঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) সহ অন্যান্য আর্থিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ কৃত ঋণের অনুমোদন, সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচির মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে ।

নির্বাহী পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ০৭ জন। এ পর্ষদ সদস্যগণ সাধারন পর্ষদ হতে নির্বাচিত হয়ে থাকে। এ পর্ষদের মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর । প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর নির্বাহী পর্ষদের সদস্যগণ নতুনভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে। নির্বাহী পর্ষদ এর মাধ্যমে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সদস্য সচিব নির্বাচিত হয়ে থাকে ।

# নির্বাহী পর্ষদের সম্মানীত সদস্যবৃন্দের তালিকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| | সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন<br>পিতা: মৃত: সৈয়দ ইউনুচ মিয়া | গ্রাম: জে.জে.আই<br>পোষ্ট : রাজঘাট, যশোর | ব্যবসা |
| | মো: গোলাম এহিয়া<br>পিতা: মৃত: মোতালেব শিকদার | বাসা/হোল্ডি: সি-৪/৩, গ্রাম/রাস্তা : ১৭২,<br>গোয়ালপাড়া,ডাকঘর : জিপিএ-৯০০০,<br>খালিশপুর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন,খুলনা | চাকুরী |
| | মো: মোয়াজ্জেম হোসেন<br>পিতা: মৃত: ইয়াকুব হোসেন | হোল্ডিং : ৩৬৯, জাফরপুর, রাজঘাট,<br>অভয়নগর, যশোর। | সমাজ সেবক |
| | রেহেনা আক্তার (রানু)<br>স্বামী: মো: শফিউল্লাহ মোল্যা | বাসা/হোল্ডি : ১৫৯, জাফরপুর, রাজঘাট,<br>অভয়নগর, যশোর। | গৃহিনী |
| | জাহানারা খাতুন<br>স্বামী: মো: বশির আহমেদ | বাড়ি নং : ৪৪/৬২, ছোট বয়রা.<br>ইসলামিয়া কলেজ রোড, সোনাডাঙ্গা,<br>খুলনা। | গৃহিনী |
| | মো: সাহেব আলী<br>পিতা: মৃত: ইব্রাহিম মোল্যা | হোল্ডিং : ১৭৫, জাফরপুর, রাজঘাট<br>৭৪৬১ , অভয়নগর, যশোর। | কৃষি কাজ |
| | সেলিনা ইসলাম<br>স্বামী: মো: জাহিদুল ইসলাম | রাজঘাট ,রাজঘাট ৮৮, নওয়াপাড়া<br>পৌরসভা , অভয়নগর, যশোর। | গৃহিনী |

## সংস্থার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান বিভাগ সমূহ :

- **ঋণ কার্যক্রম বিভাগ।**
- **প্রশাসন বিভাগ।**
- **অর্থ ও হিসাব বিভাগ।**
- **প্রশিক্ষণ বিভাগ।**
- **নিরীক্ষা বিভাগ।**
- **আইন বিভাগ।**
- **তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগ।**
- **প্রতিবন্ধী পূর্ণবাসন প্রকল্প।**

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের মাসিক ভিত্তিতে বিভাগ সমূহের প্রধানগণ এবং এরিয়া ব্যবস্থাপগণের সমন্বয়ে মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, মিটিংয়ে শাখাগুলির মাসিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা ও মাসিক পরিকল্পনা করা হয়।

**কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য জুন'২০২২**

| বিবরন | পুরুষ | মহিলা | উপমোট | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|
| সংস্থার নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারী | ২৭৪ | ০৫ | ২৭৯ | ৩২৪ |
| চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারী | ২ | - | ২ | |
| চলমান প্রকল্প সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী | ১০ | ৩৩ | ৪৩ | |

বিকেএফ অনলাইন ভিত্তিক মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে। সকল কর্মকান্ড এবং আর্থিক কার্যক্রম শাখার সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ে সেটি একত্রিত করা হয়। প্রধান কার্যালয় একত্রিত করা তথ্য সমূহ নির্বাহী পরিচালকের কাছে প্রতিবেদন আকারে প্রেশ করে। বিকেএফ সকল তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে।

বিকেএফ এর মাঠ পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে সকল প্রকল্প/প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতার/জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। মাঠ সংগঠকরা তাদের নিজ নিজ শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে দায়বদ্ধ, শাখা ব্যবস্থাপকরা তাদের নিজ নিজ এরিয়া ম্যানেজারের নিকট দায়বদ্ধ, এরিয়া ম্যানেজারগণ সংস্থার ক্রেডিট কো-অর্ডিনেটর/পরিচালক (মাইক্রোফাইনান্স)/ মাইক্রোফাইন্যান্সের প্রধান, একইভাবে ক্রেডিট কো-অর্ডিনেটর/পরিচালকের কাছে দায়বদ্ধ। মাইক্রোফাইনান্স/ **ক্ষুদ্রঋণ প্রধান** নির্বাহী পরিচালকের কাছে দায়বদ্ধ। নির্বাহী পরিচালক নির্বাহী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ। প্রোগ্রাম এবং প্রকল্পের নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দাতা, অংশীদার এবং ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। নিয়মিত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দাতা এবং ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত BKF অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক/স্বনামধন্য অডিট ফার্ম দ্বারা করা হয়ে থাকে।

## তহবিল ব্যবস্থাপনা :

- **পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা।**
- **ঋণ কার্যক্রমে সার্ভিস চার্জ হতে আয়।**
- **বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ।**

## সংস্থার চলমান কর্মসূচি সমূহ :

**জাগরন ঃ** জাগরণ প্রকল্পে ঋণ সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৯৯,০০০ টাকা পর্যন্ত দরিদ্র জনগনের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ ঋণের উপকারভোগীগণ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা, ছাগল পালন, গাভী পালন, বিভিন্ন ধরণের চাষাবাদ কার্যক্রম করে থাকে। ঋণীদের কাছ থেকে বিতরণকৃত টাকা ক্রমহ্রাসমান ২৪% সার্ভিস চার্জসহ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মোট ৪৬ কিস্তিতে পরিশোধ করে থাকে।

**অগ্রসর ঃ** এই প্রকল্পে ঋণ ১,০০,০০০ টাকা হতে ৩,০০,০০০/- পর্যন্ত দরিদ্র জনগনের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ ঋণের উপকারভোগীগণ উক্ত ঋণের উপকার ভোগীগণ ক্ষুদ্র ব্যবসা, গবাধি পশু পালন, হাঁস মুরগির খামার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, পরিবহন ব্যবসা, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে থাকে।

**বুনিয়াদ ঃ** অতি দরিদ্র কৃষি দিন মজুর, অকৃষি দিন মজুর, রিক্সা-ভ্যান চালক, ভিক্ষুক জনগোষ্টীকে এ ঋণ প্রদান করা হয় । সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণীদের কাছ থেকে বিতরণকৃত টাকা ও ক্রমহ্রাসমান ২০% সার্ভিসচার্জসহ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মোট ৪৫ কিস্তিতে আদায় করা হয়। এ ঋণের টাকা দিয়ে উপকারভোগীগণ হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, বর্গা জমিতে কৃষি কাজ, চিড়া-মুড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম করে থাকে।

**সুফলন ঃ** যে সকল সদস্য অন্যান্য ঋণের আওতাভুক্ত তারাই সহযোগী ঋণ হিসাবে সুফলন ঋণ নিতে পারে। এ ঋণ সাধারনত মাছ চাষ, শীতকালীন শাক-সবজী চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি প্রকল্পে প্রদান করা হয়। এ ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৬ মাস। এ ঋণ সার্ভিসচার্জসহ এককালীন আদায় হয়ে থাকে।

**অগ্রসর (এমডিপি) ঃ** সংস্থার কর্ম এলাকায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে পিকেএসএফএর সহযোগিতায় Microenterprise Development Project (MDP) ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়ন করছে। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ২৪ % ক্রম হ্রাসমান। মাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হয। বিতরনের পরিমাণ ১ লাখ থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত কৃষি সেক্টর, যেমনঃ মৎস্য, প্রাণী সম্পদ ও পোল্ট্রী প্রোগ্রাম এবং মেনুফ্যাকচারিং সেক্টর যেমন খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেবা ও অন্যান্য খাতে প্রদান হয়ে থাকে।

চলমান এ প্রকল্প সমূহ ছাড়াও সমুদ্ধি কর্মসূচির আওতাভূক্ত আয়বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ড, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন কর্মসূচি , সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ছাড়া ও এলাকায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে পিকেএসএফএর সহযোগিতায় এমডিপি এএফ , **Livelihood Restoration Loan (LRL)' 1st & 2nd Phsae** প্রকল্প চলামান আছে ।

## বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনের Networking Partner :

- Palli Karmo Sahayok Foundation (PKSF)
- Centre For Disability in Development-(CDD)
- Bangladesh NGO Foundation (BNF)

## সংস্থার কর্ম এলাকা (জুন'২০২২) ঃ

| ক্রমিক নং | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | গ্রাম | গ্রাহক সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | যশোর | ৮ | ৮৩ | ৩১৪৪ | ১৩৬৬৪ |
| ০২ | খুলনা | ৪ | ৩৫ | ১৫৭২ | ৬৩০২ |
| ০৩ | সাতক্ষীরা | ৫ | ৫১ | ১৯৬৫ | ৮৯৩৬ |
| ০৪ | নড়াইল | ৩ | ২৯ | ১১৭৯ | ৪৭৯৯ |
| ০৫ | ঝিনাইদহ | ২ | ২২ | ৭৮৬ | ৩৬৪১ |
| ০৬ | চুয়াডাংগা | ২ | ১৫ | ৭৮৬ | ২৪৮২ |
| | | ২৪ | ২৩৫ | ৯৪৩২ | ৩৯৮২৪ |

## একনজরে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সার্বিক তথ্য : জুন'২০২২

(কোটি টাকা)

| বিবরন | জুন' ২০২০০ পর্যন্ত |
|---|---|
| সংস্থার বর্তমান শাখার সংখ্যা | ৩৭ |
| মোট উপজেলার সংখ্যা | ২৪ |
| মোট সমিতির সংখ্যা | ২৬২১ |
| মোট সদস্য সংখ্যা | ৩৯৮২৪ |
| মোট ঋণী সংখ্যা | ৩৩৮৫৬ |
| ঋণী কভারেজ (%) | ৮৫.০১ |
| মাঠ সংগঠক | ১৫৯ |
| মোট কর্মকর্তার সংখ্যা | ২৭৯ |
| ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা) | ১২০.৭৩ |
| সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকা) | ৩৩.৬২ |
| বকেয়া স্থিতি (কোটি টাকা) | ১০.২৫ |
| এই অর্থ বছরে আয় (কোটি টাকা) | ২.২২ |
| এই পর্যন্ত আয় (কোটি টাকা) | ২১.১৬ |
| CRR | ৯৯.১৩ |
| OTR | ৯৯.১৭ |

# প্রতিবন্ধী পূর্ণবাসন প্রকল্প

বিকেএফ ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PWD) অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে প্রতিবন্ধীতা নিয়ে কাজ করছে। সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ক্রস কাটিং ইস্যু হিসাবে প্রতিবন্ধী বিষয়গুলিকে একীভূত করার চেষ্টা করছে। যেহেতু **বিকেএফ** বিশ্বাস করে যে প্রতিবন্ধীতা 'অক্ষমতা নয়, ভিন্নভাবে সক্ষমতা।'

**উদ্দেশ্য :** এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য দেশের মূলধারার উন্নয়ন কর্মকান্ড/কর্মসূচীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের জীবনের মান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমর্থন ও সহায়তা করা।
- সকলের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।
- পরিবার ও সমাজে PWD এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- PWD-এর জন্য সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।
- PWD এর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- PWD এর জন্য অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের তহবিলের উৎস :** সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ এর একটি অংশ এ প্রকল্পে প্রদান করে থাকে। যা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অনুমোদনে প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পে **Centre For Disability in Development-(CDD),** ঢাকা হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

**বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা :**

- সংস্থার নিজস্ব জমি এবং ভবন।
- স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক।
- প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনবল।

**রেজিষ্টার্ড উপকারভোগী ঃ** এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক রেজিষ্টার্ড উপকারভোগী রয়েছে । যাদেরকে আমরা ১ জন অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট সহ ৩ জন সি এইচডিআরপির মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছি।

| উপকারভোগীর ধরন | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|
| শারিরীক প্রতিবন্ধী | ১৩৩৯ | ৯৫৯ | ২২৯৮ |
| বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী | ৩০ | ৪৭ | ৭৭ |
| বুদ্ধি প্রতিবন্ধী | ২৮ | ১৫ | ৪৩ |
| দৃষ্টি প্রতিবন্ধী | ১৯ | ০৯ | ২৮ |
| ডেফ্ ব্লাইন্ড | ৩৫ | ২৩ | ৫৮ |
| মোট | ১৪৫১ | ১০৫৩ | ২৫০৪ |

**ফিজিও থেরাপী সংক্রান্তঃ** মাঠ ও অফিস পর্যায়ে আমাদের প্রকল্পের সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারনের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী তাদের শারিরীক ব্যায়াম , উপকরণ সরবরাহ ও বিভিন্ন উন্নত সেবা কেন্দ্রে রেফার করে আসছে এবং ফিজিওথেরাপি সেবা গ্রহণ করে সকলেই উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে ১৪ টি শিশু স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা চলা করছে।

**রেফারেন্স ও সহায়ক উপকরন প্রদান সংক্রান্ত ঃ** এ বছর সহায়ক উপকরণ হিসাবে ০৪ টি হুইল চেয়ার, বিশেষ চেয়ার ০৪ টি ০৬ টি চেয়ার, কর্ণার চেয়ার ০১ টি, ষ্ট্যান্ডিং ফ্রেম ০২ টি , ওয়াকার ০২টি, ব্যাক স্লাব ০২ জোড়া, কে এএফও ৬টি, এফও ০১ জোড়া এবং বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে ৭ জনকে। এছাড়াও আইজিএ সেবা প্রদান করা হয় ৮ জনকে ও ০৫ জনকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ স্কুলে ০২ জন শারিরীক প্রতিবন্ধীকে ভর্তি করা হয়েছে।

**ফিজিও থেরাপীর আধুনিক উপকরন/ যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত ঃ** আধুনিক ফিজিও থেরাপি সেন্টার হিসাবে বিকেএফ ফিজিওথেরাপি সেন্টারে উন্নত যন্ত্রপাতি রয়েছে। যার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সর্টওয়েভ, ট্রেডমিল, ডাইনামিক সাইকেল, আল্ট্রাসাউন্ড, ওয়াক্সবাথ, ফুট স্টেপার, আই আর আর, ভাইব্রেটর, টেন্স, মাসেল স্টিমুলেটর, ডিজিটাল ট্রাকশন, প্যারারাল বার ওয়েজ, ওয়াকার, ব্যালান্স বোর্ড , রোলিং স্লোব,ফিজিও বল,ওয়েট মেশিন, বলকুল, উডহর্স,উডস্ট্রেয়ার এবং ডেব লাইন পরিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ ও যন্ত্রপাতি চিকিৎসা সেবায় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন মিওজিক, লাইটিং বক্স , সাউন্ড বক্স. বিভিন্ন টয় ও জাম্পিং বেডের মাধ্যমে শ্রবন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের থেরাপি প্রদান করা হয়। এছাড়াও একটি আদুনিক সেন্টার রয়েছে।

**সচেতনতা মূলক সভা ঃ** স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, ডাক্তার, সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় সভা করা হয়। এ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় ১৫৫৪ টি মিটিং এর মাধ্যমে মোট ১১৪৫৬ জন পুরুষ এবং ২৮৩৮৯ জন মহিলা কে সেবা প্রদানের বার্তা ও প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ মূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

**কর্মএলাকা ও জরিপ কর্মসূচী সংক্রান্ত ঃ** যশোরের অভয়নগর উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন ও নওয়াপাড়া পৌরসভার ০৯ টি ওয়ার্ড এবং কেশবপুর মরিনামপুর উপজেলায় ডেফথ ব্লাইন কার্যক্রম সহ খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার ০২ টি ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**প্রতিবন্ধীদের মাঝে সহায়ক উপকরণ বিতরন**

# সমৃদ্ধি কর্মসূচি

## দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচিঃ

**সমৃদ্ধি** কর্মসূচিটি একটি ইউনিয়নে একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান যা এই নীতির উপর ভিত্তি করে দরিদ্র মানুষের পরিবার সমূহের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে তৃণমূল পর্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ সাল হতে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগীতায় যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় নেহালপুর ইউনিয়নে কর্মসূচিটি শুরু করে।

**লক্ষ্য :**

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল লক্ষ্য শুধু মাত্র আয় বৃদ্ধ মূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র দূরিকরণ নয় বরং মানব জীবনের অন্যন্য গুরুত্বপূর্ন দিকগুলি যথা-স্বাস্থ্য.শিক্ষা, যুবউন্নয়ন,সমাজ উন্নয়ন,ইত্যাদি দিকগুলোকে লক্ষ্য রেখে একটি সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন।তাই শুধুমাত্র ঋন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব না। পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উপযুক্ত ঋন, তার সাথে কারিগরি সহায়তা , প্রশিক্ষণ ও বাজার জাত করনে তথ্য প্রদান, যুব-উন্নয়ন, বিশেষ সঞ্চয়, উদ্যোমী সদস্য পুর্নবাসন, সামাজিক কেন্দ্র, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রিয়া ও সাংস্কৃতি, স্বাস্থ্য , পুষ্টি শিক্ষা সহ দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকা সংশিষ্ট অন্যান্য সকল আনুসঙ্গিক কার্যক্রম নিয়ে সমৃদ্ধি বাস্তাবায়ন করছে। শুধু মাত্র আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্য বিমোচন সম্ভাব নয়, তাই সল্প সম্পদের বহুমুখি ব্যাবহার করে জীবনের প্রতক্ষ্য পরোক্ষ্য মৌলিক চাহিদার মান উন্নয়ন ঘটানোই সমৃদ্ধির মূল লক্ষ্য।

**উদ্দেশ্যঃ**

এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্চে অংশগ্রহনকারী পরিবার গুলোর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে পরিবার গুলোকে ক্ষমাতায়ীত করা। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন পরিবারগুলোকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে, টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র হ্রাসকরার পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে তা দূরীকরন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে, মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।যাতে পরিবার গুলি তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যাবহার নিশ্চিত করতে পারে। ক্রমে সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে টেকসই ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক ভাবে এগিয়ে চলতে পারে এবং প্রত্যেকে মানব মর্যদায় প্রতিষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

## উপকারভোগীঃ

প্রকল্প এলাকার ১টি ইউনিয়নের ০৬ টি ওয়ার্ডের দারিদ্র, অতিদরিদ্রসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠি।

## সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়নে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম; শিক্ষা কার্যক্রম;উপযুক্ত ঋণ কার্যক্রম;
- উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম;আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম;
- শতভাগ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া (পরিবার ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে);ক্রিড়া ও সংস্কৃতি কার্যক্রম;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা কার্যক্রম;সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি (বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ);ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচোসার উৎপাদন (রাসায়নিক সারের বিকল্প);
- সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন;উন্নয়নে যুব সমাজ (নারী/পুরুষ) কমিটি গঠন ও মিটিং;অবকাঠামোগত উন্নয়ন;সৌরবিদ্যুৎ;বন্ধুচুলা;ঔষধী গাছ 'বাসক' চাষাবাদ;আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ;যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;

# স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

## স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে সংশিষ্ট ইউনিয়ন সমূহে শতভাগ খানার সকল সদস্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিটি খানার সদস্যগণ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিদিন ১জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ২০টি খানা পরিদর্শন করেন ও খানার সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে চিকিৎসা গ্রহনের পরামর্শ নিশ্চিত করেন।প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন সমূহের সমৃদ্ধি কর্মসূচির অফিসে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার ব্যবস্থাপনায় স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালিত হয়। এছাড়া প্রতি মাসে ২ টি করে একজন এমবিবিএস ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালিত হয়। এখানে সমৃদ্ধি কর্ম সূচির আওতায় ১০০/= (একশত)টাকার বিনিময়ে কার্ডধারী পরিবারের সকল সদস্যবিনা মূল্যে এক বছরের জন্য চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। এছাড়াও কার্ডধারীর বাইরে রোগীরা সেবা নিতে চাইলে ১০/- টাকার বিনিময়ে সকল চিকিৎসা সেবা নিতে পারবে। সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সকল গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের ফলোআপ নিশ্চিত করা হয়।কর্ম এলাকার প্রকোপ অনুযায়ী প্রতি বছর ৪টি করে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে চক্ষু, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, দন্তরোগ, শিশুরোগ, চর্মরোগ, গাইনী রোগের পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এ ছাড়াও বছরে ১টি বিশেষ চক্ষুক্যাম্প আয়োজন করা হয়।

## পুষ্টিকার্যক্রমঃ

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নের অধিবাসীদের বিশেষত প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও প্রবীণ) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধণ করা।

**স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহঃ**

- ইউনিয়নের সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- ইউনিয়নের সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানের উন্নয়ন ঘটানো।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা মানুষের দোর-গোড়ায় পৌঁছানো।
- গর্ভবতী মা, শিশু,বয়:সন্ধি কিশোর-কিশোরী এবং প্রবীণদের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- মা ও শিশুর অ-পুষ্টির হার এবং মাতৃ ও শিশু-মৃত্যুর হার হ্রাস-করনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা।
- শিশু-কিশোর ও গর্ভবতী মায়েদের প্রয়োজনীয় টিকা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

**অর্জনঃ**

- ৪৩২৭ টি খানার প্রায় ১৩৬৬৫ জন মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ২৪৯ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৯২৭০ জন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ২২ টি সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩২৩৫ জন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ৭টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১১৬০ জন-কে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- বিশেষ চক্ষু-ক্যাম্পের মাধ্যমে এই ইউনিয়নের ১৪১ জন ব্যাক্তির ছানী অপারেশন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ৪৫৫০০ কৃমি নাশক ঔষধ, ১৭৪৬০ পিছ পুষ্টিকণা, ৫০৬৩০ পিছ আয়রণ ক্যাপসল, ২৬১৩০ পিছ ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ৩৯৬০ জনকে ডায়বেটিস পরীক্ষা করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ৬৮৩ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ১২১১ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ১২৬০৮ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত ৪০০ টি দরিদ্র পরিবারের স্যানেটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে সহযোগিতা করা হয়েছে।

**প্রভাবঃ**

অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এসে উপকৃত হয়েছে।গর্ভবতী মা শিশুদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চক্ষু-ক্যাম্পের মাধ্যমে ছানী অপারেশন করায় প্রবীণরা বিশেষ উপকৃত হচ্ছে। মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা নিজ এলাকাতেই পাচ্ছে। আয়রন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিনামূল্যে পাওয়ায় দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা অনেক উপকৃত হচ্ছে।সর্বপরী মানুষের আস্থার জায়গা তৈরী হয়েছে সমৃদ্ধি প্রকল্পের স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে।

## স্ট্যাটিক ক্লিনিকঃ

নেহালপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিদিন দুপুর ২.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত ইউনিয়ন বাসীকে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন উক্ত কর্মসূচীর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। এই পর্যন্ত ১২২৭ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেবা গ্রহণ করেন ১২৭৭০ জন রোগী।

## স্যাটেলাইট ক্লিনিকঃ

নেহালপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ টি করে স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর এম.বি.বি.এস ডাক্তার দ্বারা পরিচালনা করা হয়। এই পর্যন্ত ২৪৯ টি ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেবা গ্রহণ করেন ৯২৭০ জন রোগী।

## সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্পঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে বছরে চারটি করে সাধারণ মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালিত হয়। নাক,কান,গলা, মেডিসিন, গাইনী ও মেডিসিন, হৃদরোগ ও মেডিসিন, শিশু ও মেডিসিন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্যন্ত ২২ টি সাধারণ মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং সেবা গ্রহণ করেন ৩২৩৫ জন।

# শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

## শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যঃ

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো ক.প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন,খ.ঝরে পরা প্রতিরোধ করা, গ.ভীতি দূর করা।শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিশুশ্রেণী, ১মও২য় শ্রেণীর সর্বোচ্চ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রিকে দৈনিক বিকাল ৩:০০টা থেকে ৫:টা পর্যন্ত দুই ঘন্টা ব্যাপী পাঠদান করা হয়।স্থানীয় পর্যয়ে কমপক্ষে এসএসসি পাস কলেজ পড়ুয়া ছাত্রিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগদান করা হয়েছে।কেন্দগুলো ফলোআপ করার জন্য একজন সমাজ উন্নয়ন সংগঠক এসডিও (শিক্ষা সুপার ভাইজার) নিয়োজিত আছেন।প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য অভিবাবক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং গুনগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরনের জন্য সমৃদ্ধির আওতায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিশুশ্রেণী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধির বৈকালীন শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। তাদেরকে সাধারণ জ্ঞান ও সৃজনশীলতার উপর পাঠদান করা হয় এবং নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রদত্ত বাড়ীর কাজ করতে সাহায্য করা হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের দেশীয় স্বংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে পরিচিতি করা হয়। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশীত করার লক্ষে পাঠদান বহি:ভুত বিষয়গুলো যেমন: কবিতা অবৃতি,নৃত্য,সংগীত,ছবি আঁকা ইত্যাদি অনুশীলন করা হয়।

## অর্জনঃ

বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে নেহালপুর ইউনিয়নে শিক্ষা কার্যক্রমে ২৪ টি স্কুলে শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। এই স্কুলে শিশু শ্রেণী,প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থিরা শিক্ষা গ্রহণ করে,যারা বাড়ীতে স্কুলের পড়া তৈরী করতে পারেনা আর সেজন্য ঝরে পড়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য এ উদ্যোগ। এখানে ৬৩৫ জন শিক্ষাথী রয়েছে।

## প্রভাবঃ

শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মার্চ ২০২০ থেকে কোভিড-১৯ এর কারনে বৈকালীন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে।এসময় নিয়মিত শিক্ষার্থিদের সাথে ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। কোভিড-১৯ এর সময় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থিদের মনে এক প্রকার মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়,যা থেকে তাদের মুক্তির জন্য নিয়মিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হয়।

# প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্মসূচিঃ

বার্ধক্য মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক পরিণতি।প্রবীণ ব্যক্তিরা তাঁদের প্রবীণ বয়সে নানা সমস্যায় ভোগেন।বাংলাদেশের প্রবীন ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যাবলীর মধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা অন্যতম।আমাদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পরিবার হলো একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।অতিতে প্রবীণেরা যৌথ পরিবারে সকলের নিকট হতে সেবা এবং সহায়তা পেতেন এবং এভাবেই তাদের প্রবীন সময় কেটে যেত।তখন পরিবার এবং সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনসহ তাঁদের বেশী যত্ন নেওয়ার একটি বিশেষ মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির চর্চা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তনের ফলে যৌথপরিবার গুলো ভেঙ্গে যাচ্চে, প্রবীণেরা হারাচ্ছেন তাঁদের প্রতি সহনুভূতি, বাড়ছে অবহেলা আর তাঁরা শিকার হচ্ছেন বঞ্চনার।। বর্তমানে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারায় দেখা যাচ্ছে প্রবীণেরা প্রথমত নিজ পরিবারেই তাঁদের ক্ষমতা হারাচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে সমাজের সকল কর্মকান্ড থেকে বাদ পড়ছেন।বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত সমস্যা অন্যদিকে চরম আর্থিক দীনতার মধ্যে থাকার কারণে তারা পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকল ধরনের সেবা পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।ফলে এই প্রবীন জনগোষ্ঠি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছেন।যা আগামী একটি জাতীয় সমাস্যা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।সমাজের এই বিপুল জনগোষ্ঠিকে কোন ভাবেই উপেক্ষা করার উপায় নেই।তাই বর্তমানে প্রবীণদের উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ন ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে "বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন " পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় ২০১৭ সাল থেকে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নে **"প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" বাস্তবায়ন শুরু করেছে।**

## কর্মসূচির লক্ষ্যঃ

প্রবীণদের দুর্দশা কমিয়ে আনতে সাহায্য করা।

## কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- কমিউনিটি ভিত্তিক প্রবীণ কমিটি তৈরী করা।
- সামাজিক, চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকান্ড এবং স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অর্ন্তভুক্ত করা।
- প্রবীণ বান্ধব আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রবীনদের অর্ন্তভুক্তকরা।
- আন্তঃ প্রজন্মের সংহতি করা।

## সম্পাদিত কর্মকান্ড সমূহঃ

**প্রবীণ জরিপ কার্যক্রমঃ**

"বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন" প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির শুরুতে নেহালপুর ইউনিয়নে ৬০ বছর ও তার অধিক বয়সের জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে প্রতিটি ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট ফরমেট ব্যবহার করে জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করে।প্রকল্পের শুরুতে ১মাস জরীপ কার্যক্রম পরিচালনার পর-১২০৩ জন প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়। তাদের সকলের বয়স ৬০ বা তার উর্দ্ধেএর পর কর্মসূচির দ্বিতীয় বছরে নতুন প্রবীণ অন্তর্ভূতির উদ্দেশ্যে প্রবীণ গ্রাম কমিটির সদস্যের নিজ উদ্যোগে জরীপকার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা ২০০জন প্রবীণ চিহ্নিত করেএবং ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি যাচাই বাচাই করে নতুন প্রবীণ তালিকা হিসাবে তাঁদর নাম অর্ন্তভুক্ত করে। বর্তমানে নেহালপুর ইউনিয়নে ১২০৩ জন প্রবীণ জনগোষ্ঠী আছে। এর মধ্যে জন ৫৫০জন নারী প্রবিণ এবং ৬৫৩ জন পুরুষ প্রবীণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

## প্রবিণ জনগোষ্ঠীর জন্য IGA ঋণ বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

"বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন"নেহালপুর ইউনিয়নে ৬০-জন প্রবিণ উদ্যোত্তাকে ২টি ব্যাচে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রবীণদের সমস্যা চিহ্নিত করণ ও তার কারণ বিশ্লেষন, প্রবিণের দারিদ্রতা নির্ধারনের উপায়, সংকট মোকাবেলার কৌশল, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল পালন, গাভী পালন, গরু মোটা তাজা করন,সবজী চাষ, মুদি ব্যাবসা বিষয়ে এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ড বাস্ত বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করবেন তার লক্ষে ঋণ ব্যবস্থপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

## প্রবীণদের পরি-পোষক ভাতাঃ

বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে নেহালপুর ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পের শুরুতে ৭৫ জন অতি-দরিদ্র প্রবীণকে পরি-পোষক ভাতা প্রদান করা হয়।পরবর্তিতে আরও ২৫ জন দরিদ্র প্রবীণকে এর আওতায় এনে মোট ১০০জন প্রবীণকে পরি-পোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। মাসিক ৫০০ টাকা হারে পরি-পোষক ভাতা পাওয়ায় প্রত্যেক প্রবীণ ভীষণ উপকৃত হচ্ছে।পরি-পোষক ভাতা পেয়ে প্রবীণরা নিজেদের খাবার ও ঔষধ ক্রয় করতে পারছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এপর্যন্ত নেহালপুর ইউনিয়নে মোট= ১৯,৭৭,৫০০/-(উনিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত টাকা) পরি-পোষক ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

## ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন মিটিং-ঃ

নেহালপুর ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ডের প্রবীণদের নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা আছে।প্রতি মাসে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এ মিটিং গুলোতে প্রবীণদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরা হয়। বর্তমানে কোভিড-১৯ এর কারনে সব মিটিং বন্ধ রয়েছে। (কোভিট-১৯ এর পূর্বে প্রবীনণেদের সমন্বয় সভার চিত্র)

## মৃতের সৎকারঃ

দরিদ্রতার কারনে এমন অনেক প্রবীণ আছে যাদের অনেক অবহেলা,দুঃখ-কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। এমনকি মারা যাওয়ার পরও পরিবারের সদস্যদের মাঝে অনেক মতানৈক্য সৃষ্টি হয় দাফন-কাফন বা সৎকার নিয়ে। এমন অবস্থায় বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন ঐ সকল প্রবীনের মৃতের দাফন-কাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৭০ জন প্রবীণের মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং মৃতের সৎকার বাবদ ৭০ জনের ২০০০*৭০= ১,৪০,০০০/-(এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) ব্যায় করা হয়েছে।

## মুজিববর্ষ উদযাপন
## যুব প্রতিযোগীদের নিয়ে লিখনঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় "উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের যুব  সদস্যগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ন উন্নয়নের পাশাপাশা সামাজিক উন্নয়নেও বদ্ধপরিকর। সামাজিক দায় বদ্ধতা থেকেই সমাজের নানা বিধ ব্যাধি দূরিকরনে যুদ্ব লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে নিজ নিজ এলকায় যুব সদস্য বৃন্দ । সম্পৃতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুবদের মধ্যে আয়োজিত নানা প্রতিযোগিতায় যুব নারী ও পুরুষ সদস্যরা অংশ গ্রহন করে ।

## সমাপ্তি